দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 MAR 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসিতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন

যশোর বোর্ডে আরো এক হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদন বাতিল

যশোর ব্যুরো ঃ ৭ মার্চ।-যশোর শিক্ষা বোর্ডের আরও এক হাজার ভুয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। বাতিলের প্রক্রিয়ায় আছে আরও পাঁচ হাজার। এই নিয়ে এ পর্যন্ত তিন হাজার পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হল।

এদিকে ভুয়া পরীক্ষার্থী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য শিক্ষা বোর্ডে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে রেজিস্ট্রেশন বিবরণী চেয়ে তদন্তে অহেতুক কালক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবারও কয়েকশ' শিক্ষক শিক্ষা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বাবত নেয়া উৎকোচ ফেরত প্রদানের দাবি জানান।

শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, যাচাইয়ের পর তিন হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে আরও পাঁচ হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে মোট আট হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া নিয়ে। ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন ছিল রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের শেষ তারিখ। ওই দিন পর্যন্ত ৭৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেন। পরে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ বিবেচনায় বোর্ড চেয়ারম্যান রেজিস্ট্রেশন দেন। একমাত্র এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ফী শিক্ষা বোর্ডে জমা পড়েছে। আর যারা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে, তাদের ফী শিক্ষা বোর্ডে জমা পড়েনি।

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

যশোর বোর্ডে আরো এক হাজার পরীক্ষার্থীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে জানুয়ারী মাসেই প্রকৃত ও ভুয়া উভয় রেজিস্ট্রেশনধারীর পরীক্ষার আবেদন শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়া হয়। কাদের রেজিস্ট্রেশন বাবত ফী জমা পড়েছে এবং কাদের পড়েনি, তা পরীক্ষার আবেদনপত্র দেখে তদন্ত করলেই প্রকাশ হবে। অথচ প্রায় ২০ দিন তদন্ত কমিটি কাজ করলেও তারা এ ব্যাপারে ততটা অগ্রসর হতে পারেনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে রেজিস্ট্রেশন বিবরণী চেয়েছে। বিবরণীর ২৫ শতাংশ শিক্ষা বোর্ডে পৌঁছেনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, বিবরণী হাতে এলেই ভুয়া পরীক্ষার্থী সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অথচ শিক্ষা বোর্ডে থাকা পর্যাপ্ত তথ্য তারা কাজে লাগাচ্ছেন না।

অভিযোগ উঠেছে, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তা প্রতি পরীক্ষার্থী পিছু এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নিয়ে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন। এভাবে তারা প্রায় ৪০ হাজার পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েক কোটি টাকা। এখন নিজেরা অপরাধ আড়াল করতে তদন্তের উপর চাপ প্রয়োগ করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, হাজার আটেক ভুয়া পরীক্ষার্থীর পর আর ভুয়া পরীক্ষার্থী বাছাই সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, দুর্নীতিপরায়ণ চক্র ক্ষমতাধর এবং এর সাথে কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতি জড়িত। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও সম্ভব হবে না। অবশ্য শিক্ষা বোর্ডের অন্য একজন কর্মকর্তা বলেন, ভুয়া পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবেন না। আর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মঙ্গলবার শিক্ষকরা শিক্ষা বোর্ডে ধর্ণা দেন এবং দাবি জানান, তাদের কাছ থেকে যে মোটা অর্থ উৎকোচ নেয়া হয়েছে তা ফেরত দেয়া হোক। কয়েকজন শিক্ষক বলেন, টাকা নিয়ে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে। এখন তারা পরীক্ষা না দিতে পারলে আমরা প্রচন্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হব।